জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

৬৮তম অধিবেশন

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

শুক্রবার

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিলল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়ায় মি. ভুক জেরেমিচ্ কেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। জাতিসংঘের প্রধান হিসেবে মহাসচিব বান কী-মুনকে তাঁর প্রজ্ঞা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও সফলতা অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

২। নিত্যনতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। এসব আবিষ্কার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখছে। পাশাপাশি দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করছে। যা অনেক সময় দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বের অরক্ষিত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জাতি-গোষ্ঠী। এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে দেয়া ভাষণটি। তিনি সেদিন এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই নতুন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। যেখানে শান্তি, ন্যায়বিচার ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকবে। যার মাধ্যমে বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যুদ্ধমুক্ত হবে। বঙ্গবন্ধুর সেই লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পেরে তাঁর কন্যা হিসেবে আমি গর্বিত। ২০০০ সালে "সহস্রাব্দ ঘোষণা" গ্রহণের সময় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে আমি উপস্থিত ছিলাম। ২০১০ সালে এমডিজি অগ্রগতি পর্যালোচনায়ও আমি উপস্থিত ছিলাম। আর এবার এমডিজি থেকে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় উত্তরণেও আমি অংশগ্রহণ করতে পারছি।

৩। আমি আশা করি, এ বছরের প্রতিপাদ্য "২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা : প্রস্তুতি গ্রহণ" ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণে সহায়তা করবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নিরূপণে "উন্মুক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ" এবং নবসৃষ্ট "উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম" সঠিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নে আমাদের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি।

৪। আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত লক্ষ্য এবং এগুলো অর্জনে প্রয়োজনীয় সম্পদের উল্লেখ করে বাংলাদেশ ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছে। আমরা ঢাকায় জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতির ওপর "বিশ্ব নেতৃত্ব সংলাপ" করেছি। সম্মেলন ঘোষণায় মানব সম্প্রদায়কে সকল উন্নয়ন কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে জনসংখ্যা ও আয়ু বৃদ্ধি, নগরায়ন ও অভিবাসনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অভিবাসনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৫। এমডিজি'র সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা ইতোমধ্যেই এমডিজি-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও এমডিজি-৬ পূরণ করেছি বা কোনো কোনো লক্ষ্য পূরণের পথে রয়েছি। বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ১৯৯১ সালের ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। গত সাড়ে চার বছরে আমাদের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। রপ্তানি আয় ২০০৬ সালের ১০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৭ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রেমিট্যান্স ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ

উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৬ সালের ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ৯ হাজার ৫৯ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে।

৬। বাংলাদেশকে এখন "অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল" এবং "দক্ষিণ এশিয়ার মান বাহক" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ এমডিজি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ড, গ্লোবাল ডাইভারসিটি এ্যাওয়ার্ড এবং এফএও ফুড এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ লাভ করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে আমার উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত "জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল"-এ বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে এই গৌরব অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটছে। আমরা স্থানীয় সরকারের নিম্নতম স্তর হিসেবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সুবিধা-সমৃদ্ধ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। এসব কেন্দ্র থেকে গ্রামের জনগণ দুই শতাধিক সেবা নিতে পারছে। গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রায় ১৫ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও গ্রামের নারীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। দেশে ১০ কোটির বেশী মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষাই প্রধান চালিকা শক্তি। নারীর ক্ষমতায়ন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধন সম্ভব। তাই আমরা নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দিচ্ছি। ১ কোটি ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থী মাসিক উপবৃত্তি পাচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দিচ্ছি। আমরা তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নারী

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৪ হাজারের বেশী নারী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছেন। বর্তমান সংসদে ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য আছেন। ৫ জন নারী মন্ত্রী এবং একজন নারী সংসদের হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ উপনেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা নারী। সরকারী চাকুরিতে নারীর জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষিত কোটা তাদেরকে বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং সশস্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চতর পদে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।

৮। সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ক্ষমতায়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী, ভিজিডি, ভিজিএফ, বাস্তুহারাদের বাসস্থান ও জীবিকা নির্বাহের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প, ৪২ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান এবং "একটি বাড়ি, একটি খামার" কর্মসূচীর মাধ্যমে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার গ্রামীণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান বেশ ফলপ্রসু হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষাদান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুদবিহীন ঋণ দেয়া হচ্ছে। সরকারী চাকুরিতে প্রতিবন্ধীদের এক শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। অটিজমসহ মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিশ্ব সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে উত্থাপিত বাংলাদেশের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অটিস্টিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৯। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের অনেক অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও সমুদ্রের পানির স্তর বেড়ে যাওয়ার অভিঘাত মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সমুদ্রের পানির স্তর ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পানিতে তলিয়ে যাবে। এর ফলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ বাস্তুহারা হবে এবং অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। যা দেশে এবং দেশের বাইরে এক মানবিক

সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। জলবায়ুজনিত অভিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করা বিশ্বের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে একটি আইনী কাঠামো তৈরীর জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে দেয়া আমার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গৃহীত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য "জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল"-এ পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকারমূলক কৌশল গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

১০। বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করি। মাতৃভাষা বাংলার অধিকার রক্ষায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আমরা জীবন বিসর্জন দেই। এ মহান ত্যাগকে অবিস্মরণীয় করতে আমার সরকার উদ্যোগ নেয়। ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আমরা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল প্রচলিত ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। একইভাবে ২১ ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের এ প্রত্যাশা চলতি অধিবেশনে প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। শান্তি, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের বাহন হিসেবে বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষাগুলো সুরক্ষা করতে এ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জাতিসংঘ একটি বাংলা ওয়েবসাইট ও একটি রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে। ইউএনডিপি এশিয়া রিপোর্ট বাংলায় প্রকাশ করছে। এজন্য আমি জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলাকে জাতিসংঘের একটি অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১১। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসররা দেশে ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ বাঙালি জীবন দিয়েছে। ২ লক্ষ

নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই মানবতাবিরোধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য জাতি গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করেছে। এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য আমার সরকার ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের আওতায় দুইটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। এই বিচারকাজ পরিচালনায় সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হবে। দেশে শান্তি ও অগ্রগতি চিরস্থায়ী রূপ নেবে। আমাদের এ উদ্যোগকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১২। বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে নস্যাৎ করতে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখনও সক্রিয় রয়েছে। তারা ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে জঙ্গী গোষ্ঠীর সাথে আঁতাত করে দেশজুড়ে বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যসহ বহু মানুষ হত্যা করেছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে তারা আমাকে হত্যার উদ্দেশে উপর্যুপরি ১৩টি গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত এবং পাঁচ শতাধিক আহত হয়। অলৌকিকভাবে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এই স্বাধীনতাবিরোধী চক্রই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ও আমি তখন বিদেশে থাকায় দুজন বেঁচে যাই। এসব ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার সরকার সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা জঙ্গীবাদ বিরোধী ও অর্থপাচার বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছি।

১৩। আমাদের সরকার জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদকে আদর্শগতভাবে পরাজিত করতে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার ও

তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। বিগত পৌনে পাঁচ বছরে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ৫ হাজার ৭৭৭টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৩ হাজার ৯৯৫ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম। বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমরা জাতির পিতার অমোঘ বাণী "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়", এর আলোকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা, আঞ্চলিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে আমরা শান্তিকে স্থায়ী রূপ দিতে চাই।

১৪। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য প্রেরণকারী ও জাতিসংঘ পিস বিল্ডিং মিশনে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান। এর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণিত হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ ও বিস্তাররোধ এজেন্ডায় আমাদের সুদৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমেও আমাদের এ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আমরাই প্রথম ব্যাপকভিত্তিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি এবং মানব-বিধ্বংসী মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অনুসমর্থন করি। আমাদের বর্তমান মেয়াদেও আমরাই এ অঞ্চলে প্রথম অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি। চলতি বছরের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে "কতিপয় প্রচলিত অস্ত্র সনদ" এর অবশিষ্ট ধারাগুলোও অনুসমর্থন করতে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ভূমিকা ন্যায় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং নিরস্ত্রীকরণকে সমর্থন করে।

সম্মানিত সভাপতি,

১৫। ২০১৫-পরবর্তী সময়ে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, আন্তঃবিশ্বাস ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপকে উৎসাহিত করা জরুরী। ২০১২ সালে আমাকে ইউনেস্কোর কালচারাল ডাইভারসিটি পদক প্রদান এসব বিষয়ে দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের উদ্যোগেরই স্বীকৃতি। জাতিসংঘের প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিচিতির জন্য সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় "সংস্কৃতি" কে অন্তর্ভুক্ত করতে ইউনেস্কো এবং সাধারণ পরিষদের সংস্কৃতি ও উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ে সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের এ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১৬। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জন এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পূরণে উন্নয়ন সহযোগীদের অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের শূন্য দশমিক সাত শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ওডিএ হিসেবে শূন্য দশমিক দুই শতাংশ দেয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। এলডিসিগুলোর পণ্য অন্যান্য দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্তভাবে প্রবেশের সুযোগ দেয়ারও আহ্বান জানাই। ব্রেটন উডস্ ইনস্টিটিউশনস ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মতপ্রকাশে সমান অধিকার এবং জিএটিএস অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অবাধ যাতায়াতের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

১৭। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়ন জাতিসংঘের প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি কঠিন কাজ। একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও টেকসই বিশ্ব গড়তে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের

সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। কোনো ব্যাক্তি বা জাতি পিছিয়ে থাকবে না। বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও উদার ১৬ কোটি মানুষ সামনে থেকে এসব প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেবে।

১৮। বিশ্বায়নের কিছু অনন্য সমস্যা আছে যেগুলো মাঝে-মধ্যেই শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এ ধরনের হুমকি মোকাবেলায় ন্যায়ভিত্তিক নীতি গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। যা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, প্রতিবেশ, পানিসহ আন্তঃদেশীয় সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক মালিকানা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় অবদান রাখে। এই চেতনা নিয়েই আমরা প্রতিবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "শান্তির সংস্কৃতি" প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়াই আমাদের সকলের লক্ষ্য। একটি প্রতিশ্রুতিশীল বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় আমাদের এ প্রয়াস বিশ্বের জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বার্তা নিয়ে আসুক, এ কামনা করি।

সম্মানিত সভাপতি, আপনাকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।

------<>------